# দশম অধ্যায়

## দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সভায় বিশ্বম্ভরের বিদ্যাবিলাস, মুরারি গুপ্তের সহিত কৌতুকবাদ, বল্লভাচার্য-তনয়া লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ এবং পুত্র ও পুত্রবধূর আবির্ভাব-হেতু গৃহ-মধ্যে শচীদেবীর নানা-বৈভব-দর্শন বর্ণিত হইয়াছে।

নিমাই পণ্ডিত প্রত্যহ ঊষঃকালে সন্ধ্যাহ্নিক-কৃত্যাদি সমাপন করিয়া সমস্ত শিষ্যগণের সহিত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সভায় আসিয়া বসিতেন এবং তাহাদের সহিত পক্ষ-প্রতিপক্ষ করিতেন। যাহারা নিমাইর নিকট গ্রন্থবিচারে ইচ্ছা করিত না, তাহাদিগের পক্ষ তিনি সমর্থন করিতেন না এবং তাঁহার অনুগত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে পাঠাভ্যাসের কুফল প্রদর্শন করিতেন। মুরারিগুপ্ত তাঁহার নিকট পাঠ অভ্যাস করেন না দেখিয়া, একদা মুরারির সহিত নিমাই কিছু রঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে 'ব্যাকরণ-চিন্তা অপেক্ষা রোগীর চিন্তাই গুপ্তের পক্ষে শোভনীয়' প্রভৃতি রহস্যোক্তি দ্বারা তাঁহার ক্রোধোৎপাদনের চেষ্টা করিলেন। রুদ্র-অংশ মুরারি তথাপি ক্রুদ্ধ না হইয়া নিমাইকে তদীয় বিদ্যাবত্তা পরীক্ষা করিতে বলিলেন। প্রভু-ভৃত্যে পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষ চলিল। স্বীয় কৃপা-প্রভাবেই পরম পণ্ডিত মুরারির ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া প্রভু পরম সন্তোষের তদীয় অঙ্গে শ্রীপদ্মহস্ত অর্পণ করিলে মুরারির দেহ পরমানন্দময় হইল। মুরারি ভাবিলেন,---'এমন অলৌকিক পাণ্ডিত্য প্রাকৃত-মনুষ্যে অসম্ভব; সর্ব নবদ্বীপে ইঁহার ন্যায় সুবুদ্ধিমান্ আর কেহ নাই, দেখিতেছি।' প্রকাশ্যে কহিলেন,---'ঠাকুর, তোমার নিকটই আমি পুঁথি চিন্তা করিব।' এইরূপ রঙ্গ করিয়া নিমাই সগণে গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে আগমন করিলেন। নবদ্বীপবাসী ভাগ্যবান্ মুকুন্দ-সঞ্জয়ের বহির্গৃহ চণ্ডীমণ্ডপে নিমাইপণ্ডিত ছাত্রগোষ্ঠীর সহিত স্বীয় পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তথায় স্ব-ব্যাখ্যা-স্থাপন, পরব্যাখ্যা-খণ্ডন প্রভৃতি নানা লীলা প্রদর্শন করিতেন। অধ্যাপনা করিতে করিতে নিমাই এই বলিয়া স্বীয় বিদ্যা-পতিত্বের অহঙ্কার করিতেন---''কলিযুগে দেখিতেছি, সন্ধি-প্রকরণ-জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিরই 'ভট্টাচার্য' উপাধি। নবদ্বীপে অধুনা এরূপ পণ্ডিত কেহ নাই,---যিনি আমার ফাঁকির উত্তর প্রদান বা সমাধান করিতে সমর্থ।'' এদিকে শচীমাতা নিমাইর বিবাহযোগ্য বয়স দেখিয়া তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত সর্বদা চিন্তা করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে নবদ্বীপবাসী বল্লভাচার্য নামক জনৈক সৎকুল সুশীল বিপ্রের মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী কন্যা লক্ষ্মীদেবী একদিন স্নানোপলক্ষে গঙ্গাঘাটে স্বীয় প্রভু গৌর-নারায়ণের দর্শন পাইয়া মনে মনে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দন করিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সেই দিনই বনমালী নামক নবদ্বীবাসী জনৈক ঘটক-বিপ্র শচীমাতার নিকট বল্লভ-কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত নিমাইর বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু শচীদেবীর নিকট বিশেষ কোন আশা বা মনোযোগ দেখিতে না পাইয়া বিপ্র ক্ষুণ্ণ-মনে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে নিমাইর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। বিপ্রের নিকট সমস্ত কথা জানিয়া জননীর নিকট নিমাই স্বীয় বিবাহের সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করিলেন। পরদিন বিপ্রকে ডাকাইয়া শচীমাতা যাহাতে প্রস্তাবিত উদ্বাহ-কার্য শীঘ্রই সম্পন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। বিপ্র সানন্দে তৎক্ষণাৎ গমন করিযা কন্যাপক্ষকে এই সম্বন্ধ-বিষয়ে বরপক্ষের সম্মতি জ্ঞাপন করিলে বল্লভাচার্যও অতি হৃষ্টচিত্তে তাহাতে সম্মত হইলেন, কিন্তু দারিদ্র্য-নিবন্ধন জামাতাকে পঞ্চ হরিতকী ভিন্ন আর কিছু যৌতুক প্রদান করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই, জানাইলেন। বর ও

কন্যা, উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে শুভদিন স্থির হইল। বিবাহের পূর্বদিন বল্লভাচার্য আসিয়া শুভলগ্নে জামাতা নিমাইর অধিবাস করাইলেন। মাঙ্গলিক বৈদিক ও লৌকিক অনুষ্ঠানাদি যথাবিধি সম্পাদিত হইল। পরদিবস শুভ গোধূলি-সময়ে যাত্রা করিয়া সগোষ্ঠী নিমাইপণ্ডিত বল্লভালয়ে শুভবিজয় করিলেন এবং যথাবিধি লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পরদিবস সন্ধ্যা-কালে নিমাই লক্ষ্মীদেবীর সহিত নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, শ্বশ্রূদেবী শচীমাতা বিপ্রপত্নীগণকে লইয়া মহালক্ষ্মী পুত্রবধূকে গৃহে বরণ করিয়া আনিলেন। তদ্‌বধি স্বীয় গৃহে অলৌকিক জ্যোতি ও সৌরভ প্রভৃতি নানাবিধ সম্পদ্ ও বৈভবের আবির্ভাব-দর্শনে শচীমাতা নিজ পুত্রবধূতে সাক্ষাৎ কমলার অধিষ্ঠান জানিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। পরব্যোমপতি শ্রীগৌর-নারায়ণ ও তদীয় স্বরূপশক্তি শ্রীরমা-স্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবীর অবস্থান-হেতু শচীগৃহ সাক্ষাৎ শুদ্ধসত্ত্বময় অভিন্ন-বৈকুণ্ঠরূপে প্রকটিত হইলেন, কিন্তু নিরঙ্কুশ-ভগবদিচ্ছাক্রমে তদীয় প্রচ্ছন্ন-লীলা তখনও কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। (গৌঃ ভাঃ)

**জয় জয় গৌরচন্দ্র মহা-মহেশ্বর।**
**জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর।।১।।**

তপ্তজীব-প্রতি কৃপা-কটাক্ষ-নিমিত্ত প্রভু-সমীপে
পরদুঃখদুঃখী গ্রন্থকারের প্রার্থনা—

**জয় শ্রীগোবিন্দ-দ্বারপালকের নাথ।**
**জীব-প্রতি কর, প্রভু, শুভদৃষ্টিপাত।।২।।**

গৌর ও গৌরভক্তগণের জয়গান—

**জয় জয় জগন্নাথপুত্র বিপ্ররাজ।**
**জয় হউ তো'র যত শ্রীভক্তসমাজ।।৩।।**

গ্রন্থকারের প্রভু-সমীপে তন্মহিমা-কীর্তনার্থ কৃপা-যাচ্ঞা—

**জয় জয় কৃপাসিন্ধু কমললোচন।**
**হেন কৃপা কর'—তোর যশে রহু মন।।৪।।**

---

# গৌড়ীয়-ভাষ্য

নিত্যকলেবর,—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহার স্বরূপ-বিগ্রহ নিত্য হইলেও আধ্যক্ষিকদর্শনে যাহাতে নশ্বরপ্রতিম বলিয়া উপলব্ধ না হয়, তজ্জন্য পাঠকের পরমমুখ্যা বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে নাম-নামীর অভিন্নতা দর্শনে তাঁহার স্বরূপ বিগ্রহের নিত্যত্ব লিখিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের অন্তরে তাহার সূক্ষ্ম-শরীর এবং স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের অন্তরে মুক্ত-জীবাত্মার আকর-বস্তুরূপে শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীনিত্যানন্দের দশবিধভাবে সেবিত-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দমোহিনী ও তাঁহার সেব্য শ্রীগোবিন্দ শুদ্ধভক্তির পঞ্চবিধ বিভিন্ন-স্তরে দৃষ্ট হন। অতএব মায়াবশ-জীবের ন্যায় মায়াধীশ-ভগবানের দেহ-দেহি-দর্শনে আংশিক অপূর্ণতা-দর্শন—নিতান্ত নিষিদ্ধ। সূক্ষ্ম-জগতে স্বর্গাদিতে যে স্থূল-জ্ঞান-পরিচিত দেব-শরীর দৃষ্ট হয়, তদভ্যন্তরে বিষ্ণু-সত্তাই ঐ বশ্যদেবতার ঈশ্বর-সূত্রে অধিষ্ঠিত। তাদৃশ ঈশ্বরের পরতত্ত্ব সেব্যবিগ্রহই শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দর।।১।।

শ্রীগোবিন্দ-দ্বারপালকের নাথ,—শ্রীবিশ্বম্ভর; দ্বারপালক গোবিন্দ বিশ্বম্ভরের গৃহের দ্বার-রক্ষক ভৃত্য (আদি—১১শ অঃ ৩৯ ও ৪০, ১৩শ অঃ ২, মধ্য—৬ষ্ঠ অঃ ৬, ৮ম অঃ ১১৩, ১৩শ অঃ ৩৩৭, ২৩ অঃ ১৫২, ৪৪৭; অন্ত্য—১ম অঃ ৫২, ২য় অঃ ৩৫, ৭ম অঃ ৫, ৮ম অঃ ৫৮, ৯ম অঃ ১৯৫ ও ১৯৬ সংখ্যা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।।২।।

শ্রীভক্ত-সমাজ,—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই ভজনীয় বস্তু। সেই ভগবান্—বিষয় ও আশ্রয়, দ্বিবিধ-রূপেই তদাশ্রিতজনের ভজনীয় বস্তু। বিষয়-বিগ্রহ 'শ্রীশ' ও আশ্রয়-বিগ্রহ 'শ্রী', উভয়েই তদাশ্রিত ভক্তগণের সেব্য বিষয়। ভজনীয়বস্তুর উদ্দেশে ভক্তের অনুকূল অনুশীলন-মাত্রই 'ভক্তি'-শব্দে কথিত হয়। বিষয় ও আশ্রয়ের সেবক-তত্ত্বই 'ভক্ত'-নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা অনেক; সুতরাং তাঁহাদের সংহতিকে 'ভক্তসমাজ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। সেই ভক্তসমাজে ষড়ৈশ্বর্যানুগত্যে নানাবিধ চিন্ময় সৌন্দর্যের অবধি অবস্থিত। এজন্য তাঁহারা 'শ্রীভক্তসমাজ'-নামে বর্ণিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ শক্তিমানের শক্তির আশ্রিত যাবতীয় ভক্তই নানা প্রকারে ভজনীয় বস্তুর প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন।।৩।।

নিমাইর বিদ্যাবিলাস-বর্ণনারম্ভ—

**আদিখণ্ডে শুন, ভাই, চৈতন্যের কথা।**
**বিদ্যার বিলাস প্রভু করিলেন যথা।।৫।।**

অহর্নিশ বিদ্যা-চর্চা-মগ্ন নিমাই পণ্ডিত—

**হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।**
**রাত্রিদিন বিদ্যারসে নাহি অবসর।।৬।।**

প্রাতঃসন্ধ্যান্তে সশিষ্য নিমাইর অধ্যয়ন—

**ঊষঃকালে সন্ধ্যা করি' ত্রিদশের নাথ।**
**পড়িতে চলেন সর্বশিষ্যগণ-সাথ।।৭।।**

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সভায় বাদ-বিচার—

**আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়।**
**পক্ষ-প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায়।।৮।।**

প্রভু-কর্তৃক তন্নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অধ্যয়নকারিগণের অর্থ-দূষণ—

**প্রভু-স্থানে পুঁথি চিন্তে নাহি যে-যে-জন।**
**তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অনুক্ষণ।।৯।।**

স্বয়ং অধ্যাপনান্তে প্রভুর অধ্যাপনারম্ভ, চতুর্দিকে সতীর্থ ছাত্রগণের উপবেশন—

**পড়িয়া বৈসেন প্রভু পুঁথি চিন্তাইতে।**
**যা'র যত গণ লৈয়া বৈসে নানা-ভিতে।।১০।।**

নিমাই কর্তৃক মুরারিগুপ্তের অর্থ-খণ্ডন ও তিরস্কার—

**না চিন্তে মুরারিগুপ্ত পুঁথি প্রভু-স্থানে।**
**অতএব প্রভু কিছু চালেন তাহানে।।১১।।**

শাস্ত্রবিচার-রত নিমাইর বেশ ও রূপ-বর্ণন—

**যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।**
**বৈসেন সভার মধ্যে করি' বীরাসন।।১২।।**
**চন্দনের শোভে ঊর্ধ্ব তিলক সু-ভাতি।**
**মুকুতা গঞ্জয়ে দিব্যদশনের জ্যোতিঃ।।১৩।।**
**গৌরাঙ্গসুন্দর বেশ মদনমোহন।**
**ষোড়শ-বৎসর প্রভু প্রথম-যৌবন।।১৪।।**

স্বতন্ত্র শাস্ত্রাধ্যয়নকারীকে প্রভুর উপহাস—

**বৃহস্পতি জিনিঞা পাণ্ডিত্য-পরকাশ।**
**স্বতন্ত্র যে পুঁথি চিন্তে, তারে করে হাস।।১৫।।**

নিমাইর গর্ব ও স্পর্ধোক্তি—

**প্রভু বোলে,—''ইথে আছে কোন্ বড় জন?**
**আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন? ১৬।।**
**সন্ধি-কার্য না জানিয়া কোন কোন জনা।**
**আপনে চিন্তয়ে পুঁথি প্রবোধে আপনা' ।।১৭।।**
**অহঙ্কার করি' লোক ভালে মূর্খ হয়।**
**যেবা জানে, তার ঠাঞি পুঁথি না চিন্তয়।।''১৮।।**

---

ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানের সেবায় জীবের চেতনাময়ী বৃত্তি সর্বোৎকৃষ্টভাবে নিযুক্ত হইলে আর কোনও অসুবিধা হয় না। ভগবদিতর-বিষয়ে লোভ উপস্থিত হইলে জীবাত্মা শ্রীভ্রষ্ট হন এবং চঞ্চল মনের নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা আসিয়া জীবের বদ্ধ দুর্দশা বর্ধন করে। এজন্য ভগবদাকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার বাসনায় গ্রন্থকার ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন।।৪।।

বিদ্যার বিলাস,—বদ্ধজীব প্রপঞ্চে অবিদ্যা-গ্রস্ত অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ ও পর-স্বরূপ-বিচারে অজ্ঞ হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তাহার মধ্যে যে জ্ঞাতৃরূপ চিৎ-তত্ত্বের অংশবিশেষ বর্তমান থাকে, তাহার অব্যক্তভাবই 'অবিদ্বৎ অবস্থা' বা 'অজ্ঞতা'। বাস্তবসত্যবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানাভাব অপসারিত করিয়া চেতনের বিকাশিনী বা উন্মেষিণী বৃত্তিই 'বিদ্যা'-নামে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বিদ্বান্ বা বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট স্বীয় চেতনের বৃদ্ধির উন্মেষণই পরা বিদ্যা লাভ। অপরের-বৃত্তির উন্মেষণে লব্ধবিদ্য ব্যক্তির নানা প্রকার সাহায্যও 'বিদ্যার বিলাস'-নামে কথিত। অবিদ্যা ও অজ্ঞানের আশ্রয়ে জীবের ভ্রান্তি বা বিবর্ত উপস্থিত হয়; উহা পরা বিদ্যার বিপরীত বৃত্তি। তাদৃশ বৃত্তিবলে বদ্ধজীবগণ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্যে অভিজ্ঞজনের নিকট স্বীয় অজ্ঞতা প্রস্ফুটিত করাইয়া অধিরোহ-চেষ্টায় অগ্রসর হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুও জগতের কল্যাণের জন্য তাদৃশী বিদ্যা-বিলাস-লীলা প্রকট করাইয়া জীবগণকে অচিৎ অনুভূতি হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন।।৫।।

ত্রিদশের নাথ,—'ত্রিদশ'-শব্দের অন্তর্গত ত্রি-শব্দে দেশ বিচারে-ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্, কাল-বিচারে—ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ; পাত্র-বিচারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র; এবং দশ-শব্দে দিগ্‌বিচারে—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, বায়ু, ঈশান, নৈর্ঋত, ঊর্ধ্ব ও

বৈদ্যশাস্ত্রবিৎ মুরারিগুপ্তকে ব্যাকরণ শাস্ত্রে অজ্ঞ-জ্ঞানে প্রভুর বিদ্রূপোক্তি—

**প্রভু বোলে,—"বৈদ্য, তুমি ইহা কেনে পড়?**
**লতা-পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর' দড়।।২১।।**
**ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই—বিষমের অবধি।**
**কফ-পিত-অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি।।২২।।**
**মনে-মনে চিন্তি' তুমি কি বুঝিবে ইহা?**
**ঘরে যাহ তুমি রোগী দৃঢ় কর গিয়া।।"২৩।।**

তচ্ছ্রবণ-সত্ত্বেও নিরীহ মুরারির নীরবে স্বকার্য-সম্পাদন—

**শুনয়ে মুরারিগুপ্ত আটোপ-টঙ্কার।**
**না বোলয়ে কিছু, কার্য করে আপনার।।১৯।।**

নিরীহ সেবকের মৌনভাব-দর্শনে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ, বাহিরে তিরস্কার—

**তথাপিহ প্রভু তাঁরে চালেন সদায়।**
**সেবক দেখিয়া বড় সুখী দ্বিজরায়।।২০।।**

---

অধঃ। উর্ধ্ব, মধ্য ও অধঃ—এই ত্রিবিধ' স্থানের দশদিকের বিচারে 'ত্রিদশ'-শব্দ; আবার 'ত্রি-ত্রিবিধ অর্থে, পাত্র-বিচারে ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতাই গৃহীত হয়। অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিতে 'ত্রিদশ-পুর', শব্দে স্বর্গরাজ্য এবং 'ত্রিদশনাথ' শব্দে শচীপতি ইন্দ্রকে বুঝায়; আর পরম-মুখ্যা-বৃত্তিতে ভগবান্ শ্রীউপেন্দ্রকে বুঝায়। কেহ কেহ বলেন,—দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়—সর্বসাকল্যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ। ত্রিদশনাথ শব্দে ইহাদিগকেই বুঝায়। আবার কেহ কেহ বলেন,—এই তেত্রিশ দেবতা, প্রত্যেকেই কোটি সংখ্যকগণে অবস্থিত। বিদ্বদ্রূঢ়ি নাম্নী শব্দবৃত্তিতে সমস্ত শব্দ-একমাত্র বিষ্ণুতেই পর্যবসিত।

শিষ্যগণ-সাথ,—অধ্যাপক গঙ্গাদাসের শিষ্যগণ ন্যূনাধিক প্রভুর অনুগত থাকায় তাঁহারা প্রধান ছাত্র-জ্ঞানে নিমাই পণ্ডিতকেও গুরুবুদ্ধি করিতেন।।৭।।

পক্ষ,—একই বিষয়ের দুইটী পৃথগ্ ভাবাশ্রিত ব্যাপারকে 'পক্ষ' বলে। যেরূপ পক্ষদ্বয় সাহায্যে পক্ষীর গগন-মণ্ডলে উড্ডয়ন-সামর্থ্য হয়, তদ্রূপ কোনও একটী বিচার বা বিষয়ের সংশয় উপস্থিত হইলে পূর্বপক্ষ বা প্রশ্ন, পরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত —এই উভয় পক্ষই বিচারিত হয়। পরপক্ষের সহিত সঙ্গতি অনিবার্যভাবে সংশ্লিষ্ট। এক পক্ষ অপরকে 'পরপক্ষ' বলেন অর্থাৎ অন্বয়-বিচারে 'স্বপক্ষ' বা ব্যতিরেক-বিচারে 'পরপক্ষ' কথিত হয়। পক্ষ-প্রতিপক্ষ,—বাদ-প্রতিবাদ, অনুকূল-প্রতিকূল প্রশ্নোত্তর, স্বপক্ষ-বিপক্ষ বা পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষ।।৮।।

কদর্থন,—[ কু (কুৎসিত) + অর্থ করা ], অসঙ্গতি বা অযৌক্তিকতা-প্রতিপাদন, দূষণ, নিন্দন, সমর্থন না করিয়া গর্হণ।।৯।।

চিন্তাইতে, (ণিজন্ত), বিচার, আলোচনা বা অনুশীলন করাইতে। নানা-ভিতে,-নানা-দিকে; নানা-পক্ষে বা দলে।।

চালেন,—(চল্-ণিচ্), চালা, বিচার-দ্বারা 'নাড়ান', 'সরান', স্থানান্তরিত বা স্থানভ্রষ্ট, কম্পিত, ঘূর্ণিতকরণ, তিরস্করণ বা ভর্ৎসন, দূষণ বা নিন্দন।।১১।।

যোগপট্ট,—এ-স্থলে বৈদিক-সন্ন্যাসিগণের বস্ত্রধারণের প্রকার-ভেদ, 'যোগকক্ষা'—(ভাঃ ৪, ৬।৩৯ শ্লোকের শ্রীধর টীকা)। পৃষ্ঠ ও জানুর সমাযোগে বলয়ের ন্যায় দৃঢ়ভাবে যে বস্ত্রখণ্ড পরিবেষ্টিত করিয়া ঊর্ধ্বজানু যতি অবস্থান করেন, উহাকে 'যোগপট্ট' বলে,—("পৃষ্ঠজান্বোঃ সমাযোগে বস্ত্রং বলয়বদ্দৃঢ়ম্। পরিবেষ্ট্য যদূর্ধ্বজ্ঞুস্তিষ্ঠেত্তদ্যোগপট্টকম্।।"—পদ্মপুরাণে কার্তিক-মাহাত্ম্যে ২য় অঃ)।

বীরাসন,—দক্ষিণ-পদ বাম উরুর উপর এবং বাম-পদ দক্ষিণ-উরুর উপর স্থাপনপূর্বক (বীরের ন্যায়) উপবেশন। "একং পাদমথৈকস্মিন্ বিন্যসেদূরুসংস্থিতম্। ইতরস্মিন তথা বাহুং বীরাসনমিদং স্মৃতম্।।" (ভাঃ ৪।৬।৩৮ শ্লোকের শ্রীধর-টীকা-ধৃত যোগশাস্ত্র-বাক্য)। পাঠান্তরে,—"একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্যোরুণি সংস্থিতম্। ইতরস্মিংস্তথা চান্যং বীরাসনমুদাহৃতম্।।"১২।।

সু-ভাতি,—সু-দীপ্ত, সু-শোভন, নয়নাভিরাম।

গঞ্জয়ে,—(সংস্কৃত গন্জ-ধাতু হইতে), তিরস্কার, তুচ্ছ, নিন্দা বা লাঞ্ছনা করে।।১৩।।

স্থাপন,—সিদ্ধান্ত।।১৬।।

ভালে,—দুরদৃষ্ট-দোষে।।১৮।।

স্বরূপতঃ রুদ্রাংশ হইয়াও মুরারির শান্তভাব—

**রুদ্র-অংশ মুরারি পরম-খরতর।**
**তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি' বিশ্বম্ভর।।২৪।।**

মুরারি-কর্তৃক নিমাইর গর্বোক্তির প্রতিবাদ—

**প্রত্যুত্তর দিলা,—"কেনে বড় ত' ঠাকুর?**
**সবারেই চাল' দেখি' গর্বহ প্রচুর? ২৫।।**
**সূত্র, বৃত্তি, পাঁজী, টীকা, যত হেন কর।**
**আমা' জিজ্ঞাসিয়া কি না পাইলা উত্তর? ২৬।।**
**বিনা জিজ্ঞাসিয়া বোল,—'কি জানিস তুই'।**
**ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি, কি বলিব মুঞি!"২৭।।**

নিমাইর আগ্রহে মুরারির ব্যাখ্যান ও নিমাইর তৎখণ্ডন—

**প্রভু বোলে,—"ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা।"**
**ব্যাখ্যা করে গুপ্ত, প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা।।২৮।।**

প্রভু-ভৃত্যে পরস্পর কক্ষা-দান—

**গুপ্ত বোলে এক অর্থ, প্রভু বোলে আর।**
**প্রভু-ভৃত্যে কেহ কারে নারে জিনিবার।।২৯।।**

শুদ্ধভক্ত মুরারির যথার্থ পাণ্ডিত্যে প্রভুর সন্তোষ—

**প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম-পণ্ডিত।**
**মুরারির ব্যাখ্যা শুনি' হন হরষিত।।৩০।।**

হর্ষভরে প্রভুর স্পর্শমাত্র মুরারি—অপ্রাকৃত চিদানন্দ প্লাবিত—

**সন্তোষে দিলেন তাঁ'র অঙ্গে পদ্মহস্ত।**
**মুরারির দেহ হৈল আনন্দ সমস্ত।।৩১।।**

প্রভুর অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য-দর্শনে মুরারির মনে মনে বিচার ও পরাজয়-স্বীকার—

**চিন্তয়ে মুরারিগুপ্ত আপন-হৃদয়ে।**
**"প্রাকৃত-মনুষ্য কভু এ পুরুষ নহে।।৩২।।**
**এমন পাণ্ডিত্য কিবা মনুষ্যের হয়?**
**হস্তস্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দময়।।৩৩।।**
**চিন্তিলে ইহান স্থানে কিছু লাজ নাই।**
**চিন্তিলে সুবুদ্ধি সর্ব নবদ্বীপে নাই।।"৩৪।।**

বিশ্বম্ভর-সমীপে মুরারির পাঠাভ্যাস স্বীকার—

**সন্তোষিত হইয়া বোলেন বেদ্যবর।**
**"চিন্তিব তোমার স্থানে, শুন বিশ্বম্ভর।।"৩৫।।**

অতঃপর সগণ নিমাইর গঙ্গাস্নান—

**ঠাকুরে সেবকে হেন-মতে করি' রঙ্গে।**
**গঙ্গাস্নানে চলিলেন লৈয়া সব সঙ্গে।।৩৬।।**

গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগমন—

**গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা প্রভু ঘরে।**
**এইমত বিদ্যা-রসে ঈশ্বর বিহরে।।৩৭।।**

মুকুন্দসঞ্জয়-গৃহে নিমাইর বিদ্যা-চতুষ্পাঠী—

**মুকুন্দসঞ্জয় বড় মহা-ভাগ্যবান্।**
**যাঁহার আলয়ে বিদ্যা-বিলাসের স্থান।।৩৮।।**

তৎপুত্র পুরুষোত্তমকে স্বয়ং প্রভুর অধ্যাপন, প্রভুপ্রতি মুকুন্দের অকৃত্রিম ভক্তি—

**তাহান পুত্ররে প্রভু আপনে পড়ায়।**
**তাঁহারও তাঁর প্রতি ভক্তি সর্বথায়।।৩৯।।**

মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে বহুশিষ্য-বেষ্টিত নিমাইর বিদ্যা-চতুষ্পাঠী—

**বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তা'ন ঘরে।**
**চতুর্দিকে বিস্তর পড়ুয়া তঁহি ধরে।।৪০।।**
**গোষ্ঠী করি' তাঁহাই পড়ান দ্বিজরাজ।**
**সেইস্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ।।৪১।।**

---

নিমাই পণ্ডিত এই বলিয়া সগর্বে আস্ফালন করিতেছেন,—"এই নবদ্বীপে আমা' অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান্, বিদ্বান বা পণ্ডিত এমন কেহই নাই—যিনি আমার সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে সমর্থ। কি আশ্চর্য, কেহ কেহ ব্যাকরণের প্রথম পাঠ 'সন্ধি' পর্যন্ত জানে না, অথচ তাহারা অহঙ্কার-বশে নিজে-নিজেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিদ্যা-লাভ করিবে বলিয়া মনে-মনে তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু এরূপ অহঙ্কার-সত্ত্বেও উত্তরকালে উহারা দুরদৃষ্টক্রমে অবশেষে মূর্খতা-ফলই লাভ করে, দেখিতে পাই; যেহেতু বিদ্বদ্গণশিরোমণি-সংসেবিতচরণ 'সরস্বতীপতি' আমার নিকট অভিগমনপূর্বক উহারা গ্রন্থের অনুশীলন বা পাঠ অভ্যাস করে না।।" ১৬-১৮।।

নানাভাবে সিদ্ধান্ত-স্থাপন ও দূষণ এবং অধ্যাপকগণের প্রতি নিমাইর তিরস্কার ও স্বীয় গর্ব-স্পর্ধোক্তি—

**কতরূপে ব্যাখ্যা করে, কত বা খণ্ডন।**
**অধ্যাপক-প্রতি সে আক্ষেপ সর্বক্ষণ।।৪২।।**
**প্রভু কহে,—"সন্ধিকার্য-জ্ঞান নাহি যার।**
**কলিযুগে 'ভট্টাচার্য্য'-পদবী তাহার।।৪৩।।**
**হেন জন দেখি ফাঁকি বলুক আমার।**
**তবে জানি 'ভট্ট' 'মিশ্র' পদবী সবার।।"৪৪।।**

ভগবদিচ্ছায় ভক্তগণেরও তদীয় প্রচ্ছন্ন-বিদ্যা-বিলাস-লীলার অনুপলব্ধি—

**এইমত বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যারসে।**
**ক্রীড়া করে, চিনিতে না পারে কোন দাসে।।৪৫।।**

শচীমাতার সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত পুত্র-বিবাহে উদ্‌যোগ—

**কিছুমাত্র দেখি' আই পুত্রের যৌবন।**
**বিবাহের কার্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ।।৪৬।।**

সীতা-পিতা জনকের অবতার বল্লভাচার্য—

**সেই নবদ্বীপে বৈসে এক সুব্রাহ্মণ।**
**বল্লভ-আচার্য নাম—জনকের সম।।৪৭।।**

অভিন্ন-রমা শ্রীলক্ষ্মীদেবী—

**তা'ন কন্যা আছে,—যেন লক্ষ্মী মূর্তিমতী।**
**নিরবধি বিপ্র তাঁ'র চিন্তে যোগ্য পতি।।৪৮।।**

দৈবাৎ গঙ্গাস্নানোপলক্ষে গৌর-নারায়ণের সহিত শ্রীলক্ষ্মীর সাক্ষাৎকার ও পরস্পরকে অঙ্গীকারান্তে গৃহে গমন—

**দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গাস্নানে।**
**গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেইখানে।।৪৯।।**
**নিজ-লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র।**
**লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভুপদদ্বন্দ্ব।।৫০।।**
**হেনমতে দোঁহে চিনি' দোঁহে ঘরে গেলা।**
**কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা? ৫১।।**

ভগবদিচ্ছায় ঘটকবর বনমালী আচার্যের তৎকালে শচী-গৃহে আগমন—

**ঈশ্বর-ইচ্ছায় বিপ্র—বনমালী নাম।**
**সেই দিন গেলা তেঁহো শচীদেবী-স্থান।।৫২।।**

শচীকে ঘটকের প্রণাম ও ঘটককে শচীর সমাদর—

**নমস্করি' আইরে বসিলা দ্বিজবর।**
**আসন দিলেন আই করিয়া আদর।।৫৩।।**

শচীর নিকট বনমালীর নিমাই-বিবাহ-প্রসঙ্গোত্থাপন—

**আইরে বোলেন তবে বনমালী-আচার্য।**
**"পুত্র-বিবাহের কেনে না চিন্তহ কার্য।।৫৪।।**

বল্লভাচার্যের সাদ্‌গুণ্য-পরিচয়-প্রদান—

**বল্লভ আচার্য কুলে-শীলে-সদাচারে।**
**নির্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে।।৫৫।।**

তৎকন্যা লক্ষ্মীর সহিত নিমাইর বিবাহ-প্রস্তাবে শচীর অনুমতি-জিজ্ঞাসা—

**তা'ন কন্যা—লক্ষ্মীপ্রায় রূপে-শীলে-মানে।**
**সে সম্বন্ধ কর' যদি ইচ্ছা হয় মনে।।"৫৬।।**

নিমাইর শাস্ত্রানুশীলনে শচীর স্বাভিপ্রায়-জ্ঞাপন—

**আই বোলে,—"পিতৃহীন বালক আমার।**
**জীউক, পড়ুক আগে, তবে কার্য আর।।"৫৭।।**

---

আটোপ-টঙ্কার,—আটোপ + টঙ্কার; আটোপ,—[ আ—তুপ্ (অহঙ্কার-মূলে হিংসা করা বা ক্লেশ দেওয়া) + ভাবে ঘঞ্ ] স্ফীতি, গর্ব, সংরম্ভ, অবষ্টম্ভ, অহঙ্কার। টঙ্কার,—ধনুর্জ্যা-শব্দ, ঝঙ্কার, বিস্ময়। অতএব, আটোপ-টঙ্কার—অপরকে বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিবার পূর্বে তর্জন-গর্জন, আস্ফালন, গর্ব বা দম্ভের সহিত আত্মশ্লাঘাময়ী উক্তি।।১৯।।

বিষমের অবধি, চূড়ান্ত (অত্যন্ত) কঠিন।।২২।।

প্রাকৃত মনুষ্য,—প্রকৃতি বা মায়ার বশীভূত বদ্ধজীব।।৩২।।

চিন্তিলে, চিন্তিব,—পাঠ অভ্যাস করিলে, করিব।।৩৪-৩৫।।

মুকুন্দসঞ্জয়,—নবদ্বীপবাসী, পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের পিতা; ইঁহারই বিস্তৃত চণ্ডীমণ্ডপ-গৃহে সপুত্রক ইহাঁকে ও অন্যান্য ছাত্রগণকে নিমাইপণ্ডিত ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেন। আদি ১২শ অঃ ৭২, ৯১; ১৫শ অঃ ৫-৭, ৩২-৩৩, ৭০-৭১, মধ্য ১ম ১২৭-১৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।৩৮।।

শচীর কথা অভিপ্রেত না হওয়ায় অপ্রসন্ন মনে বনমালীর প্রস্থান—

**আইর কথায় বিপ্র 'রস' না পাইয়া।**
**চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া।।৫৮।।**

দৈবাৎ নিমাইর সহিত পথে সাক্ষাৎকার—

**দৈবে পথে দেখা হৈল গৌরচন্দ্র-সঙ্গে।**
**তা'রে দেখি' আলিঙ্গন কৈলা প্রভু রঙ্গে।।৫৯।।**

নিমাই কর্তৃক বনমালী আচার্যের গন্তব্য-স্থান জিজ্ঞাসা, আচার্যের উত্তর-দান—

**প্রভু বোলে,—''কহ, গিয়াছিলে কোন্ ভিতে?''**
**দ্বিজ বোলে,—''তোমার জননী সম্ভাষিতে।।৬০।।**
**তোমার বিবাহ লাগি' বলিলাম তা'নে।**
**না জানি শুনিয়া শ্রদ্ধা না কৈলেন কেনে?''৬১।।**

নিমাইর মৌনভাব ও গৃহে আগমন—

**শুনি' তা'ন বচন ঈশ্বর মৌন হৈলা।**
**হাসি' তারে সম্ভাষিয়া মন্দিরে আইলা।।৬২।।**

ঘটককে সাদর-সম্ভাষণ না করিবার কারণ-জিজ্ঞাসা—

**জননীরে হাসিয়া বোলেন সেইক্ষণে।**
**''আচার্যের সম্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে?''৬৩।।**

পুত্রের জিজ্ঞাসায় তদীয় বিবাহের ইঙ্গিত পাইয়া শচীমাতার ঘটককে পুনরানয়ন—

**পুত্রের ইঙ্গিত পাই' শচী হরষিতা।**
**আর দিনে বিপ্রে আনি' কহিলেন কথা।।৬৪।।**

**শচী বোলে,—''বিপ্র, কালি যে কহিলা তুমি।**
**শীঘ্র তাহা করাহ,—কহিনু এই আমি।।''৬৫।।**

শচীকে প্রণামপূর্বক প্রসন্ন মনে বনমালীর বল্লভাচার্য-গৃহে প্রস্থান—

**আইর চরণ-ধূলি লইয়া ব্রাহ্মণ।**
**সেইক্ষণে চলিলেন বল্লভ-ভবন।।৬৬।।**

বনমালীকে বল্লভের সাদর অভ্যর্থনা—

**বল্লভ-আচার্য দেখি' সম্ভ্রমে তাহানে।**
**বহুমান করি' বসাইলেন আসনে।।৬৭।।**

বনমালী কর্তৃক নিমাই পণ্ডিতের সহিত বল্লভ-কন্যা লক্ষ্মীদেবীর উদ্বাহ-প্রস্তাব—

**আচার্য বোলেন,—''শুন, আমার বচন।**
**কন্যা-বিবাহের এবে কর' সু-লগন।।৬৮।।**
**মিশ্রপুরন্দর-পুত্র—নাম বিশ্বম্ভর।**
**পরম-পণ্ডিত, সর্বগুণের সাগর।।৬৯।।**
**তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয়।**
**কহিলাঙ এই, কর' যদি চিত্তে লয়।।''৭০।।**

নিমাই পণ্ডিতের সহিত স্বীয় কন্যার সম্বন্ধপ্রস্তাব শুনিবামাত্র বল্লভ কর্তৃক নিজের ও দুহিতার সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন—

**শুনিয়া বল্লভাচার্য্য বোলেন হরিষে।**
**''সেহেন কন্যার পতি মিলে ভাগ্যবশে।।৭১।।**
**কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হয়েন আমারে।**
**অথবা কমলা-গৌরী সন্তুষ্টা কন্যারে।।৭২।।**

---

চণ্ডীমণ্ডপ,-হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীর বহির্দেশে দোলদুর্গোৎসবের ও চণ্ডীপাঠ-পূজাদির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট স্থানই 'চণ্ডীমণ্ডপ'-নামে কথিত; দেবী-গৃহ বা ঠাকুরদালান-নামেও ইহা প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ তথায় অভ্যাগত-ব্যক্তিগণের উপবেশন-স্থান প্রদত্ত হয়।।৪০।।

আক্ষেপ,—(অলঙ্কার-শাস্ত্রে), ভর্ৎসন, নিন্দন, দূষণ, দোষোদ্ঘাটন।।৪২।।

শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণের প্রাথমিক-পাঠ। সন্ধিপ্রকরণে আদৌ প্রবেশ না করিয়াই অর্থাৎ নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইয়াও 'ভট্টাচার্য (ন্যায়-মীমাংসাদি বা শ্রুতিশাস্ত্রে মহা-পণ্ডিত) উপাধি—অন্যায়-অধর্মের আধার এই কলিযুগেই সম্ভব। (ভাঃ ১২।৩।৩৮) ''ধর্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্''।।

বল্লভ-আচার্য,—গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় ৪৪ শ্লোক,—''পুরাসীজ্জনকো রাজা মিথিলাধিপতির্মহান্। অধুনা বল্লভাচার্যো ভীষ্মকোঽপি সম্মতঃ।। শ্রীজানকী রুক্মিণী বা লক্ষ্মীনাম্নী বৈ তৎসুতা।।৪৭।।

বনমালী ঘটক, গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় ৪৯ শ্লোক—''বিশ্বামিত্রোঽপি ঘটকঃ শ্রীরামোদ্বাহকর্মণি। রুক্মিণ্যা প্রেষিতো বিপ্রো যস্তু শ্রীকেশবং প্রতি। সোঽপ্যয়ং বনমালী যৎকর্মণাচার্যতাং গতঃ।।''৫৪।।

**তবে সে সেহেন আসি' মিলিবে জামাতা।**
**অবিলম্বে তুমি ইঁহা করহ সর্বথা।।৭৩।।**

দারিদ্র নিবন্ধন বিনা-পণে বিনা-যৌতুকে নিমাইকে কন্যা-সম্প্রদানার্থ অনুমতি-প্রার্থনা—

**সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই।**
**আমি সে নির্ধন, কিছু দিতে শক্তি নাই।।৭৪।।**
**কন্যা-মাত্র দিব পঞ্চ-হরিতকী দিয়া।**
**সবে এই আজ্ঞা তুমি আনিবে মাগিয়া।।"৭৫।।**

বনমালীর হর্ষভরে শচী-গৃহে আগমন—

**বল্লভ-মিশ্রের বাক্য শুনিয়া আচার্য।**
**সন্তোষে আইলা সিদ্ধি করি' সর্ব কার্য।।৭৬।।**

শচীমাতাকে বল্লভ-দুহিতার সহিত পুত্রের বিবাহ প্রদানার্থ উদ্‌যোগ করিতে অনুরোধ—

**সিদ্ধি-কথা আসিয়া কহিলা আই-স্থানে।**
**"সফল হইল কার্য কর' শুভক্ষণে।।"৭৭।।**

বিবাহসম্বন্ধ-শ্রবণে আত্মীয়স্বজনগণের হর্ষভরে উদ্‌যোগ—

**আপ্ত লোক শুনি' সবে হরষিত হৈলা।**
**সবেই উদ্‌যোগ আসি' করিতে লাগিলা।।৭৮।।**

শুভদিনে অধিবাস-বাসরে গীতবাদ্য—

**অধিবাস-লগ্ন করিলেন শুভ-দিনে।**
**নৃত্য-গীত, নানা বাদ্য বা'য় নটগণে।।৭৯।।**

বেদ মুখরিত বিপ্রমণ্ডলী-মধ্যে নিমাই পণ্ডিত—

**চতুর্দিকে দ্বিজগণ করে বেদধ্বনি।**
**মধ্যে চন্দ্র-সম বসিলেন দ্বিজমণি।।৮০।।**

যথারীতি প্রভুপূজনানন্তর আত্মীয়স্বজনগণের অধিবাস সমাপন—

**ঈশ্বরেরে গন্ধমাল্য দিয়া শুভক্ষণে।**
**অধিবাস করিলেন আপ্ত-বিপ্রগণে।।৮১।।**

যথারীতি বিপ্রগণের সন্তোষ বিধান—

**দিব্য, গন্ধ, চন্দন, তাম্বুল, মালা দিয়া।**
**ব্রাহ্মণগণেরে তুষিলেন হর্ষ হৈয়া।।৮২।।**

বল্লভাচার্য কর্তৃক ভাবী জামাতার মাঙ্গল্য-সম্পাদন—

**বল্লভ–আচার্য আসি' যথাবিধিরূপে।**
**অধিবাস করাইয়া গেলেন কৌতুকে।।৮৩।।**

পরদিন প্রাতেঃ নিমাইর যথারীতি স্নান-তর্পণ—

**প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করি' স্নান-দান।**
**পিতৃগণে পূজিলেন করিয়া সম্মান।।৮৪।।**

শুভ পরিণয়-বাসরে আনন্দ-কোলাহল—

**নৃত্য-গীত-বাদ্যে মহা উঠিল মঙ্গল।**
**চতুর্দিকে 'লেহ-দেহ' শুনি কোলাহল।।৮৫।।**

শুভকার্যে সাধ্বী সধবাগণে ও বান্ধব-বিপ্রগণের আগমন—

**কত বা মিলিল আসি' পতিব্রতাগণ।**
**কতেক বা ইষ্ট মিত্র ব্রাহ্মণ সজ্জন।।৮৬।।**

---

রস,---'রসঃ স্বাদে জলে বীর্যে শৃঙ্গারাদৌ বিষে দ্রবে। বোলে রাগে দেহধাতৌ তিক্তাদৌ পারদেহপি চ।।"---হেমচন্দ্রে। (প্রাকৃতকাব্যালঙ্কারে)-মনঃপ্রীতিবিশেষ স্থায়িভাবরতি, বিভাবাদি দ্বারা পুরিপুষ্ট হইয়া অনির্বচনীয় আনন্দ বিকার-জনক হইলে, রস নামে কথিত হয়। উহা নয় প্রকার, যথা শৃঙ্গার বা আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত; মতান্তরে দশ প্রকার, তন্মধ্যে, বাৎসল্য---অন্যতম। হৃদয়ের অভিপ্রায়, নিগূঢ় মর্ম বা তাৎপর্য, সুখ, আনন্দ, মাধুর্য। 'স্বরস' বা স্বারস্য-শব্দের রস-শব্দে 'অভিপ্রায়' বা 'অভিলায' অর্থও দ্রষ্টব্য। (অপ্রাকৃত কাব্যালঙ্কারে---ভঃ রঃ সিঃ, দঃ বিঃ ৫ ম লঃ)---"ব্যতীত্য ভাবনা-বর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।" "স্থায়িভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ।"

এ স্থলে ঘটকবর বনমালী-আচার্যের উত্থাপিত নিমাইর বিবাহ-প্রস্তাবে শচী-মাতা অনবধান বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া অন্যকথার অবতারণা করিলেন, সুতরাং শচীর বাক্যে বনমালী 'রস' পাইলেন না, পরন্তু 'নীরসতা' বা শুষ্ক 'শান্তরস' অর্থাৎ নিরপেক্ষ বা নির্বিকার ভাব দেখিতে পাইলেন। এজন্য সাধারণ কাব্যালঙ্কারে, শুষ্করস শান্তরস প্রকৃতপক্ষে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানমূলক রস-শব্দ বাচ্য নয়; যথা---"শমস্য নির্বিকারত্বান্নাট্যজ্ঞৈর্নৈষ মন্যতে" অর্থাৎ শমভাবের নির্বিকারতা-প্রযুক্ত নাট্যজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাকে রস' বলিয়া মনে করেন না।।৫৮।।

শচী-কর্তৃক সধবাগণের যথারীতি পূজন—

**খই, কলা, সিন্দূর, তাম্বূল, তৈল দিয়া।**
**স্ত্রীগণেরে আই তুষিলেন হর্ষ হঞা।।৮৭।।**

সস্ত্রীক দেবগণের নরবেশে প্রভু-পরিণয়-দর্শন—

**দেবগণ, দেববধূগণ—নররূপে।**
**প্রভুর বিবাহে আসি' আছেন কৌতুকে।।৮৮।।**

বল্লভাচার্য কর্তৃক যথাবিধি বিবাহের পূর্বকৃত্য-সমূহ-সম্পাদন—

**বল্লভ-আচার্য এইমত বিধিক্রমে।**
**করিলেন দেব-পিতৃ-কার্য হর্ষ-মনে।।৮৯।।**

শুভক্ষণে নিমাইর বল্লভ-গৃহে যাত্রা ও আগমন—

**তবে প্রভু শুভক্ষণে গোধূলি-সময়ে।**
**যাত্রা করি' আইলেন মিশ্রের আলয়ে।।৯০।।**

প্রভুর আগমন মাত্র সমগ্র বল্লভ-পরিবারের হর্ষ—

**প্রভু আসিলেহ মাত্র, মিশ্র গোষ্ঠী-সনে।**
**আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈলা সবে মনে।।৯১।।**

বল্লভের যথাবিধি জামাতৃ-বরণ—

**সম্ভ্রমে আসন দিয়া যথাবিধিরূপে।**
**জামাতারে বসাইলা পরম-কৌতুকে।।৯২।।**

ভূষণভূষিতা কন্যাকে আনয়ন—

**শেষে সর্ব-অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত।**
**লক্ষ্মী-কন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ।।৯৩।।**

হরিধ্বনির মধ্যে লক্ষ্মীকে উত্তোলন—

**হরিধ্বনি সর্বলোকে লাগিল করিতে।**
**তুলিলেন সভে লক্ষ্মীরে পৃথ্বী হইতে।।৯৪।।**

নিমাইকে লক্ষ্মীর সপ্তবার প্রদক্ষিণ—

**তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি' সপ্তবার।**
**যোড়-হস্তে রহিলেন করি' নমস্কার।।৯৫।।**

পরস্পর-সন্দর্শনে, সেব্য ও সেবিকা, উভয়েরই হর্ষ—

**তবে শেষে হৈল পুষ্পমালা-ফেলাফেলি।**
**লক্ষ্মী-নারায়ণ দোঁহে মহা-কুতূহলী।।৯৬।।**

নিজ-প্রভু-চরণে লক্ষ্মীদেবীর মাল্যপ্রদান-সহ আত্ম-নিবেদন—

**দিব্য-মালা দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে।**
**নমস্করি' করিলেন আত্মসমর্পণে।।৯৭।।**

চতুর্দিকে কেবলই হরিধ্বনি, অন্য ধ্বনির অভাব—

**সর্বদিকে মহা জয়-জয়-হরি-ধ্বনি।**
**উঠিল পরমানন্দ, আর নাহি শুনি।।৯৮।।**

শুভদৃষ্ট্যনন্তর, নবযৌবনে উপনীত ঈশ্বরের বামে ঈশ্বরীর উপবেশন—

**হেনমতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি' রসে।**
**বসিলেন প্রভু, লক্ষ্মী করি' বাম-পাশে।।৯৯।।**
**প্রথম-বয়স প্রভু জিনিঞা মদন।**
**বাম-পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ।।১০০।।**

বল্লভ-গৃহে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর মিলনে অনির্বচনীয় শোভা ও আনন্দ—

**কি শোভা, কি সুখ সে হইল মিশ্র-ঘরে।**
**কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে? ১০১।।**

বিদর্ভ-রাজ ভীষ্মকাবতার বল্লভাচার্যের গৌরকৃষ্ণ-করে অভিন্ন-রুক্মিণী মহালক্ষ্মীকে সম্প্রদান—

**তবে শেষে বল্লভ করিতে কন্যা-দান।**
**বসিলেন যেহেন ভীষ্মক বিদ্যমান।।১০২।।**

শিববিরিঞ্চি-নুত গৌর-নারায়ণের চরণে বল্লভাচার্যের পাদ্য দান—

**যে চরণে পাদ্য দিয়া শঙ্কর-ব্রহ্মার।**
**জগৎ সৃজিতে শক্তি হইল সবার।।১০৩।।**

---

সু-লগন,—শুভলগ্ন, রাশিচক্রের যে অংশের পূর্বগগনে ক্ষিতিজ-মণ্ডলের সহিত সম্পাত হয়, তাহাই 'উদয়লগ্ন'। রাশিচক্র-দ্বাদশভাবে বিভক্ত প্রত্যেক ভাগই 'লগ্ন'-নামে কথিত।।৬৮।।

অধিবাস-লগ্ন,—কোন শুভকার্যের পূর্ববর্তী সঙ্কল্প-দিবসে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কারকে 'অধিবাস' বলে।।৭৯।।

গৃহ্য-সূত্রোক্ত ক্রিয়া ও সংস্কারসমূহে বেদমন্ত্র গীত হয়। উদ্বাহ—অষ্টচত্বারিংশ, ষোড়শ বা দশ সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম সংস্কার।।৮০।।

**হেন পাদপদ্মে পাদ্য দিলা বিপ্রবর।**
**বস্ত্র-মাল্য-চন্দনে ভূষিয়া কলেবর।।১০৪।।**

যথাবিধি কন্যা-সম্প্রদানানন্তর বল্লভের হর্ষ—

**যথাবিধিরূপে কন্যা করি' সমর্পণ।**
**আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা ব্রাহ্মণ।।১০৫।।**

অতঃপর লৌকিক স্ত্রী-আচার—

**তবে যত কিছু কুল-ব্যবহার আছে।**
**পতিব্রতা গণ তাহা করিলেন পাছে।।১০৬।।**

বিবাহানন্তর লক্ষ্মীদেবী-সহ নিমাইর স্বগৃহে যাত্রা—

**সে রাত্রি তথায় থাকি' তবে আর দিনে।**
**নিজ-গৃহে চলিলেন প্রভু লক্ষ্মী-সনে।।১০৭।।**

নবপরিণীত দম্পতিযুগল-দর্শনার্থ পার্শ্ববর্তী-জনগণের আগমন—

**লক্ষ্মীর সহিত প্রভু চড়িয়া দোলায়।**
**আইসেন, দেখিতে সকল লোক ধায়।।১০৮।।**

বিবিধ-ভূষণে ভূষিত ঈশ্বর ও ঈশ্বরী—

**গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, মুকুট, চন্দন।**
**কজ্জলে উজ্জ্বল দুই লক্ষ্মী-নারায়ণ।।১০৯।।**

ঈশ্বর-দম্পতি-দর্শনে পুরুষগণের ধন্যবাদ ও স্ত্রীগণের বিস্ময়-বিহ্বলতা—

**সর্বলোক দেখি' মাত্র 'ধন্য ধন্য' বোলে।**
**বিশেষে স্ত্রীগণে অতি পড়িলেন ভোলে।।১১০।।**

কাহারও বা নিমাই-লক্ষ্মীকে হরগৌরীরূপে ধারণা—

**"কতকাল এ বা ভাগ্যবতী হর-গৌরী।**
**নিষ্কপটে সেবিলেন কতভক্তি করি'।।১১১।।**
**অল্প-ভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামী মিলে?**
**এই হর-গৌরী হেন বুঝি"—কেহ বোলে।।১১২।।**

নানা নারীর নানা-ধারণা-বশে নানা উক্তি—

**কেহ বোলে,—"ইন্দ্র-শচী, রতি বা মদন।"**
**কোন নারী বোলে—"এই লক্ষ্মী-নারায়ণ।।১১৩।।**
**কোন নারীগণ বোলে—"যেন সীতা রাম।**
**দোলোপরি শোভিয়াছে অতি-অনুপম।।"১১৪।।**

সকলের হর্ষভরে গৌর-নারায়ণ ও লক্ষ্মী-নারায়ণীকে দর্শন—

**এইমত নানারূপে বোলে নারীগণে।**
**শুভদৃষ্ট্যে সবে দেখে লক্ষ্মী-নারায়ণে।।১১৫।।**

বাদ্যধ্বনির মধ্যে স্বগৃহে নিমাইর আগমন—

**হেনমতে নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহলে।**
**নিজগৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে।।১১৬।।**

অন্যান্য নারী-সহ শচীর স্বীয় বধূ লক্ষ্মীকে গৃহে বরণ—

**তবে শচীদেবী বিপ্রপত্নীগণ লৈয়া।**
**পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া।।১১৭।।**

পুত্র-বিবাহে উপস্থিত সকলকেই শচীর সন্তোষণ—

**দ্বিজ-আদি যত জাতি নট বাজনিয়া।**
**সবারে তুষিলা ধন, বস্ত্র, বাক্য দিয়া।।১১৮।।**

---

গোধূলি-সময়,---সূর্যাস্তগমন-বেলা, যখন গরুর পাল গোশালাভিমুখে প্রত্যাগমন করে এবং তাহাদের ক্ষুরোত্থিত ধূলি আকাশ আচ্ছন্ন করে। সাধারণতঃ বিবাহাদি শুভকর্মে ঐ কালই প্রশস্ত। উহার ত্রিবিধ লক্ষণ, যথা---(১) হেমন্ত ও শিশিরে,---যখন সূর্য মৃদুকিরণ হইয়া লোহিতপিণ্ডাকার ধারণ করে; (২) গ্রীষ্মে ও বসন্তে,---যখন সূর্য অস্তগমনকালে অর্ধেক-মাত্র দৃষ্ট হয়, (৩) বর্ষা ও শরতে, যখন সূর্য অস্তগমন করিবার পর অদৃশ্য হইয়া পড়ে।।৯০।।

কুল-ব্যবহার,---স্ত্রী-আচার প্রভৃতি।।১০৬।।

ব্যবহারিক-জগতে বর-কন্যার সম্মিলন নামক বিবাহকথা-শ্রবণে বিশেষ উল্লাস দৃষ্ট হয়। তাহাতে উৎসাহিত হইয়া বদ্ধজীবগণ সংসার-বন্ধনে ক্লেশ পাইতে যত্ন করে। কিন্তু মায়াধীশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্বাহভিযানের কথা সেরূপ নহে। সংসারের নিরর্থকতা-প্রদর্শনের জন্যই প্রভুর এই লীলা। জড়সম্ভোগবাদী জীব প্রাকৃত-বরকন্যার মিলনকে যেরূপ স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়-তর্পণের আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করেন, শ্রীভগবানের বিবাহোৎসবরূপ চিল্লীলা-বিলাসকেও তাদৃশ আপাতমধুর অথচ পরিণামে বিষময় জীবভোগ্য-কর্মের সহিত সম বা সদৃশ মনে করিলে, সে নিশ্চয়ই ঘোর সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু সকল-সম্ভোগের একমাত্র বিষয় শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার আশ্রয় যাবতীয় সেবক-সেবিকা ও সেবোপকরণ-নিচয়রূপ বিচিত্র অধিষ্ঠানসমূহ তাদৃশ অমঙ্গল প্রসব করিতে

নিত্যসেব্য ঈশ্বর-দম্পতির অপ্রাকৃত চিদ্‌বিবাহ-বিলাস-শ্রবণে তদাশ্রিত বশ্যজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা-নাশ ও স্ব-স্বভাবে গৌরদাস্যোপলব্ধি—

**যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ-পুণ্য-কথা।**
**তাহার সংসার-বন্ধ না হয় সর্বথা।।১১৯।।**

নারায়ণ ও মহালক্ষ্মীর ধাম মহাবৈকুণ্ঠাভিন্ন শচীগৃহ—

**প্রভুপার্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান।**
**শচীগৃহ হইল পরম-জ্যোতির্ধাম।।১২০।।**

প্রত্যহ স্বীয়গৃহে শচীর অলৌকিক দুর্লক্ষ্য জ্যোতির্দর্শন—

**নিরবধি দেখে শচী কি ঘরে বাহিরে।**
**পরম অদ্ভুত জ্যোতিঃ লখিতে না পারে।।১২১।।**

শচীর নানাবিধ রূপ-দর্শন ও গন্ধাঘ্রাণ—

**কখন পুত্রের পাশে দেখে অগ্নিশিখা।**
**উলটিয়া চাহিতে, না পায় আর দেখা।।১২২।।**
**কমলপুষ্পের গন্ধ ক্ষণে-ক্ষণে পায়।**
**পরম-বিস্মিত আই চিন্তেন সদায়।।১২৩।।**

শচীমাতার বিচার ও পুত্রবধূ লক্ষ্মীদেবীকে কমলাংশ-জ্ঞান—

**আই চিন্তে,—"বুঝিলাঙ কারণ ইহার।**
**এ কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার।।১২৪।।**
**অতএব জ্যোতিঃ দেখি, পদ্মগন্ধ পাই।**
**পূর্বপ্রায় দরিদ্রতা-দুঃখ এবে নাই।।১২৫।।**
**এই লক্ষ্মী-বধূ গৃহে প্রবেশিলে।**
**কোথা হইতে না জানি আসিয়া সব মিলে?"১২৬।।**

অপ্রাকৃত লীলাময় নিরঙ্কুশ ইচ্ছাতেই স্বরূপের গোপন—

**এইরূপ নানা-মত কথা আই কয়।**
**ব্যক্ত হইয়াও প্রভু ব্যক্ত নাহি হয়।।১২৭।।**

প্রাকৃত-চেষ্টায় ঈশ্বরের লীলা-বৈচিত্র অবোধ্য—

**ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কা'র?**
**কিরূপে করেন কোন্ কালের বিহার?১২৮।।**

স্বতন্ত্র ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ মায়াধীশের কৃপা বা ইচ্ছা ব্যতীত মায়াবশ্য জীব দূরে থাকুক, স্বয়ং লক্ষ্মীরও ত্র্যধীশ্বর প্রভুর ছন্নলীলা-বোধে অক্ষমতা—

**ঈশ্বরে সে আপনারে না জানায়ে যবে।**
**লক্ষ্মীও জানিতে শক্তি না ধরেন তবে।।১২৯।।**

একমাত্র ঈশ্বরের কৃপা-বলেই ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে বশ্যের সামর্থ্য; ইহাই সর্বশাস্ত্রের মূল তাৎপর্য—

**এই সব শাস্ত্রে-বেদে-পুরাণে বাখানে।**
**'যা'রে তান কৃপা হয়, সেই জানে তা'নে'।।১৩০।।**
**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।**
**বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।১৩১।।**

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-পরিণয়-বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়।

---

পারে না। যেস্থানে ভগবৎসুখাপ্তি বর্তমান, তথায় জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত 'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ" এবং "ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।।" ইত্যাদি শুভ অমৃতপ্রদ বাক্যসমূহ আলোচ্য। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু মায়াধীশ অপ্রাকৃত বস্তু; সুতরাং তাঁহাকে প্রাকৃত বা জীব-বুদ্ধি-মহাপরাধের কারণ। ভগবদ্‌বিষ্ণুবস্তুতে অপ্রাকৃত সেবা-বুদ্ধি উদিত হইলেই সেবোন্মুখ জীবন্মুক্ত ভক্ত সংসারবন্ধনে আর আবদ্ধ হন না অর্থাৎ ভগবৎসুখ-তাৎপর্যময় হইলেই জীব ভগবদিতর সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং ইন্দ্রিয় তর্পণোদ্দেশে আর কখনও জড়ভোগী হন না।

ভগবানের স্বরূপ-শক্তির অন্যতমা সাক্ষাৎ 'শ্রীশক্তি' স্বরূপিণী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীর সমাগমে শ্রীশচী-গৃহ যথার্থই চিজ্জ্যোতির্ময় ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠরূপে লক্ষিত হইল।।১২০।।

ভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও স্বীয় প্রচ্ছন্নলীলা স্বেচ্ছাবশতঃই সকলের নিকট প্রকাশ করেন নাই।।১২৭।।

কালের বিহার,—কালোচিত লীলা-বিলাস।।১২৮।।

নিরঙ্কুশ-ভগবদিচ্ছা-ক্রমে ভগবানের প্রচ্ছন্ন-লীলা তদীয় স্বরূপ-শক্তিরও বোধাতীত।।১২৯।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দশম অধ্যায়।